আলমডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলার আসামী আশরাফুল গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ছেলের নামে দায়েরকৃত ধর্ষণ মামলায় পিতা আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুুলিশ। ছেলে আরাফাত ৩ বছর ধরে প্রেমিকার সাথে মেলামেশা করে বিয়ে না করায় গত ১৯ ডিসেম্বর ভুক্তভোগী বিয়ের দাবীতে ওই বাড়িতে গেলে তাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনায় প্রেমিকা বাপ-ছেলের নামে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন । ওই মামলায় গত ২৬ ডিসেস্বর ছেলের পিতা আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এজাহার সুত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩ বছর আগে আরাফাতের সাথে এক কলেজছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দেখা ও কথা বার্তা হয়েছে। এক পর্যায়ে আরাফাত বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কলেজছাত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে । তাকে ব্লাক মেইল করে তার নিকট টাকা দাবী করে আসছিল। টাকা দিতে না চাইলে আরাফাত বিয়ে করবে না বলে জানায় । কয়েকদিন আগেও আরাফাত মিথ্যা কথা বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করেছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে । এ সময় প্রেমিকার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটিও আরাফাত রেখে দেয়। এরই মাঝে প্রেমিকা জানতে পারে তার প্রেমিক তাকে বিয়ে না করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করছে। এ সংবাদ শুনে ওই কলেজছাত্রী গত ১৯ ডিসেম্বর প্রেমিক আরাফাতের বাড়িতে বিয়ের দাবীতে অবস্থান নেয়। পরে আরাফাতের পরিবারের লোকজন তাকে বাড়ি থেকে মারধর করে বের করে দেয়।

এ ঘটনার পর প্রেমিকা কলেজছাত্রী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় প্রেমিক আরাফাত ও তার পিতা আশরাফুল ইসলামকে আসামী করে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় আলমডাঙ্গা থানার এসআই কাজী সামসুল আলম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আজকেই তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় শিশু ধর্ষন মামলার আসামী গ্রেফতার

দর্শনায় শিশু ধর্ষন মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা (৪৫) নামের এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার ৮ জুলাই দিবাগত রাত সোয়া ৩ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সুজন আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্তি হয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ অভিযানে শিশু ধর্ষন মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা (৪৫) নামের এক ধর্ষককে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত ধর্ষক দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত খেদের আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ৩০ জুন রোববার দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের শফিকুল্লাহর স্ত্রী বিউটি পারিবারিক প্রয়োজনে ঢাকায় যান। এসময় তার ছেলে সাজিদ শাহারিয়ারকে মৃত খেদের আলীর ছেলে তার চাচাতো ভাই আলমের (৪০) বাড়ীতে রেখে যান। কিন্তু তার বাড়ীর রুমের সল্পতা থাকার কারণে বাদীর ছেলে পাশে থাকা জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচার বসত ঘরে ঘুমায়। গত ৭ জুলাই রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচা বসত বাড়ীর শয়ন কক্ষের ভিতরে সাজিদ শাহারিয়ার পরিহিত প্যান্ট খুলে মুখ চেপে ধরে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। এ বিষয়ে দর্শনা থানায় শিশু সাজিদ শাহারিয়ার মা বিউটি বাদী হয়ে ধর্ষণের অভিযোগে দর্শনা থানায় একটি এজাহার করেন জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচার বিরুদ্ধে।

এ অভিযোগের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সুজন আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ স্থানীয় সোর্সর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ৩ টার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আসামীর বসত বাড়ী। এ অভিযান পরিচালনা করে আসামী জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পচাকে তার বসতঘর হতে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে আজ মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা কোট পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

# [redacted]

[redacted]

প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শনিবার সকাল দশ টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এই সকল তথ্য নিশ্চিত করেন ।

গাংনীর মহাম্মদপুরে আব্দুল আলীম হত্যা মামলার আসামী গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আব্দুল আলীম ওরফে আলেহিম নামের এক ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা মামলায় আব্দুল হান্নান নামের একজন কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

আজ বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে খলিশাকুন্ডি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আব্দুল হান্নান হত্যা মামলার ৪ নম্বর আসামী ও মহম্মদপুর গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, আব্দুল আলীম ওরফে আলেহিম হত্যা মামলার ৪ নম্বর আসামী আব্দুল হান্নান খলিশাকুন্ডি বাজারের দিকে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলামের নির্দেশনায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হাসেন নেতৃত্বে গাংনীর ওসি আব্দুর রাজ্জাক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী আব্দুল হান্নানকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনী থানা সুত্রে জানাগেছে, গত ২৮এপ্রিল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের পূর্বপাড়া মাঠে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আব্দুল গণির ছেলে আব্দুল আলীম ওরফে আলেহিম (৫০) নামের এক ভ্যান চালককে উপর্যপুরি কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিপক্ষরা। এ ঘটনায় ২৯ এপ্রিল ২০২৩ ইং তারিখে নিহত আব্দুল আলীমের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। যার মামলা ন-৩১। মামলায় দুই নারীসহ মোট ১০ জনকে আসামী করা

হয়।

আসামীরা হলো- আব্দুল কাদেরের ছেলে সাইদুল ইসলাম, তার ছেলে সেন্টু মিয়া, কাদেরের ছেলে আব্দুল হান্নান,বান্টু মিয়া, হান্নানের দুই ছেলে রাশেদুল ইসলাম ও রাসেল, আব্দুল হান্নানের স্ত্রী কুটিলা বেগম,বিল্লালের স্ত্রী ময়না খাতুন, ইয়াকুব আলী ও লিটন হোসেন।

মামলাটি তদন্তকারি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় গাংনী থানার এসআই পিন্টু কুমার মন্ডলকে। মামলার অন্যান্য আসাীদেরর দ্রত সময়ের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে বলে জানান ওসি আব্দুর রাজ্জাক।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভূক্ত ১১ আসামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা ও ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ ওয়ারেন্টভূক্ত আসামীকে গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল বুধবার দিনগত রাতে বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশে থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ও ফোর্সরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গ্রেফতারকুতরা হলেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৮), বন্ডবিল গ্রামের শফি মোল্লার ছেলে রিয়াজ উদ্দিন ওরফে মামুন (৪২), হারদী ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের কাজী আজগর আলীর ছেলে আবু সালাম, একই গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে সেলিম মিয়া, শরিয়ত উল্লার ছেলে সুজন আলী,কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর নতুনপাড়ার মৃত কিতাব আলীর ছেলে শের আলী (৪৫), একই গ্রামের ওমেজ আলীর ছেলে মানিক (৩০), উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে ইকারদ্দিন, তিয়রবিলা গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে মিন্টু

বিশ্বাস,কয়রাডাঙ্গা গ্রামের রিজাউলের ছেলে আশিকুর রহমান, জামজামি গ্রামের মৃত হারান আলীর ছেলে মিলন মন্ডল।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের আলোচিত যুবলীগ নেতা নয়নকে হত্যা চেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী কে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

র্যাবের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, বৃহস্পতি বার (৫ জানুয়ারি) র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, নয়ন হত্যাচেষ্টা মামলার অন্যতম পলাতক আসামী ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় আত্নগোপন রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানিক দলটি ঢাকা মহানগরীর মহাখালী এলাকায় রাত দেড়টার দিকে অভিযান পরিচালনা করে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়ড়াতলা গ্রামের মোঃ এনামুল কবির বিপ্লব (৩৮) কে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ যে, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জেরধরে গত ২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে যুবলীগ নেতা নয়ন ইসলাম শহর থেকে নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে ঝিনাইদহ সদর থানার বয়রাতলা ফকিরপাড়া এলাকায় পৌছলে গ্রেফতারকৃত আসামীসহ তার সহযোগীরা রামদা, চাইনিজ কুড়াল, লোহার রডসহ বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিকটিম কে এলোপাথাড়ি ভাবে আঘাত করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম করে। তাৎক্ষনিক ভাবে স্থানীয়রা ভিকটিমকে ঝিনাইদহ সদর হাসাপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান শেষে ভিকটিমকে ঢাকা পঙ্গু হাসাপাতালে রেফার্ড করে।

এ বিষয়ে ভিকটিমের পিতা জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর

২০২২ তারিখে ঝিনাইদহের সদর থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন। বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। উক্ত ঘটনার বিষয়ে র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং আসামীদের গ্রেফতারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রাখে।
গ্রেফতারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

বুধবার (২৭ জুলাই) দিবাগত রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার দুটি স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করেন।

এরা হলেন, সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে টগর আলী ও টেংরামারী গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে ভিকু হোসেন।
টগর আলীর মামলা নং সিআর ১০২/২১ এবং ভিকু হোসেনের মামলা নং ৭৭/২১ ইং।

এএসআই শাকিল হোসেনে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে টগর হোসেনকে এবং এএসআই শাহাজামল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে ভিকু হোসেনকে গ্রেফতার করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ জানান. আজ বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযান চালিয়ে ২ আসামী গ্রেফতার করেছে।

নিয়মিত মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ অপরদিকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক দল অভিযান চালিয়ে আজ বুধবার (২৭ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত এই দুই আসামীকে গ্রেফতার করে। এসময় মাদক আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে গ্রেফতার ৮

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ বিভিন্ন মামলায় ৮ আসামী গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ২ আসামী এবং মুজিবনগর

থানা পুলিশ নিয়মিত মামলায় ২ আসামী গ্রেফতার করে।

সোমবার (২৫ জুলাই) সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত দুই টি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক ইউনিট অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬, ৩টি মামলা রুজ্জু

মেহেরপুর পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন মামলার ৬ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৩ জন, সদর থানা পুলিশ ২ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকে আজ বুধবার (২০ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামী গ্রেফতার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক,মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোলরুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসামীদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ২ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও সিআর মামলার ২ জন রয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ মারামরির ঘটনায় দায়ের করা নিয়মিত মামলার ১ জন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ জন। সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২। এবং মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা নিয়মিত মামলার ১ জন আসামী গ্রেফতার করে।

এদিকে গাংনী থানায় মারামারী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২টি ও মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা এফআইআরভূক্ত হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আসামীদের আজ বুধবার (২০ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।